কাতারে নিয়োগকর্তা পরিবর্তন

শ্রমিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

কাতার দেশের সকল শ্রমিক তাদের চুক্তির মেয়াদের মধ্যে যে কোন সময় কোন অনাপত্তি সার্টিফিকেট ছাড়াই চাকুরী পরিবর্তন করতে পারেন।

সব শ্রমিকের বেলায়ই অনাপত্তি সার্টিফিকেট বাতিল করা হয়েছে, তবে নিয়োগ চুক্তি শেষ করা ও চাকুরী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়ম নীতি বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকদের জন্য আলাদা।

আপনি যদি ২০০৪ এর ১৪ নং শ্রম আইনের অধীনে বেসরকারী খাতে কাজ করেন

চাকুরী পরিবর্তনের জন্য আমাকে কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে?

1. চাকুরী পরিবর্তনের জন্য আপনাকে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ইলেক্ট্রনিক নোটিফিকেশন সিস্টেমে একটি দরখাস্ত দাখিল করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে যান এবং একটি চেঞ্জ এমপ্লয়ার ফরম প্রিন্ট করুন। আপনার ব্যাপারে এবং নতুন নিয়োগকর্তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য প্রদান করে ফরমটি পূরণ করুন এবং স্বাক্ষর করুন। আপনার নতুন নিয়োগকর্তাকে কোম্পানীর অফিসিয়াল সীল দিতে বলুন এবং স্বাক্ষর করতে বলুন।
2. পুরণকৃত ফরমের একটি ছবি তুলুন অথবা স্ক্যান করুন এবং আপনার কাতারি আইডি (কিউআইডি) এবং মোবাইল ফোন নাম্বার ব্যবহার করে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ইলেক্ট্রনিক নোটিফিকেশন সিস্টেমে লগ ইন করুন। মনে রাখবেন, আপনি যে মোবাইল ফোন নাম্বার দিয়ে লগ ইন করবেন সেটা অবশ্যই আপনার কাতারি আইডি'র সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। সিস্টেমে প্রবেশ করে আপনার পুরণকৃত চেঞ্জ এমপ্লয়ার ফরম আপলোড করুন।
3. আপনার দরখাস্ত দাখিল হওয়ার পর একটি ইসি (এমপ্লয়ার চেঞ্জ) নাম্বার তৈরী হবে এবং সেটা পর্দায় ভেসে উঠবে। এই ইসি নাম্বারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই আপনি নাম্বারটি লিখে রাখুন এবং আপনার ফোন থেকে একটি ছবি তুলে রাখুন।
4. আপনার চাকুরী পরিবর্তনের দরখাস্তটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর আপনার চাকুরী পরিবর্তন নিশ্চিত করে মন্ত্রণালয় থেকে একটি এসএমএস পাঠানো হবে এবং আপনার নোটিশ পিরিয়ড জানানো হবে। আপনার বর্তমান নিয়োগকর্তা ও নতুন নিয়োগকর্তা উভয়েই এসএমএস প্রাপ্ত হবেন।
   - আপনি যদি আপনার বর্তমান নিয়োগকর্তার সাথে দুই বছর বা তার কম সময় কাজ করে থাকেন, তাহলে আপনার নোটিশ পিরিয়ড হবে এক মাস।
   - আপনি যদি আপনার বর্তমান নিয়োগকর্তার সাথে দুই বছরের বেশী সময় ধরে কাজ করে থাকেন, তাহলে আপনার নোটিশ পিরিয়ড হবে দুই মাস।

   মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এসএমএসে আপনার নোটিশ পিরিয়ড শেষ হওয়ার ব্যাপারে জানানো হবে। নোটিশ পিরিয়ডে আপনাকে আপনার বর্তমান নিয়োগকর্তার অধীনে কাজ করে যেতে হবে।
5. আপনার নোটিশ পিরিয়ড শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে আপনার নতুন নিয়োগকর্তাকে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল অথেনটিকেশন সিস্টেম ফর এ মাল্টি-লিনগুয়াল এমপ্লয়মেন্ট কন্টাক্টের মাধ্যমে আপনার চাকুরীর চুক্তিপত্রের ব্যাপারে বিস্তারিত দাখিল করতে হবে। এর মাধ্যমে আপনার নতুন চাকুরীর চুক্তিপত্র তৈরী হবে। চুক্তিপত্রে আপনাকে ও আপনার নতুন নিয়োগকর্তাকে স্বাক্ষর করতে হবে। আপনাদের দুইজনের স্বাক্ষরের পর আপনার নতুন নিয়োগকর্তা সেটা প্রমানীকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল প্লাটফরমে আপলোড করবেন। আপনার নিয়োগকর্তা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যায়িত চুক্তিপত্রের একটি কপি অবশ্যই আপনাকে প্রদান করবেন। আপনি নিজেও শ্রম মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে কপি ডাউনলোড করতে পারেন।
6. সবশেষে আপনার নতুন নিয়োগকর্তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেট্রাস সার্ভিসে ঢুকে আপনার জন্য একটি নতুন কাতারি আইডি প্রদানের অনুরোধ জানাবেন। আপনার নতুন নিয়োগকর্তা অবশ্যই আপনাকে এই নতুন কাতারি আইডি প্রদান করবেন।

আমার শিক্ষানবিশকালে চাকুরী পরিবর্তন করতে হলেও কি আমাকে একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে?

আপনার নিয়োগকর্তার সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে আপনার চাকুরীর চুক্তিপত্রে একটি শিক্ষনবিশকাল নির্ধারিত থাকতে পারে। তবে আপনার চাকুরী শুরুর দিন থেকে এই সময় অবশ্যই ছয় মাসের বেশী হবে না এবং একই নিয়োগকর্তার অধীনে একবারের বেশী শিক্ষানবিশ আপনি হবেন না।

নীচের শর্ত সাপেক্ষে আপনি শিক্ষানবিশকালে আপনার চাকুরীর চুক্তি বাতিল করতে পারেন।

- আপনি চাকুরী ছাড়ার পরিকল্পনার অন্ততপক্ষে এক মাস আগে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ইলেকট্রনিক নোটিফিকেশন সিস্টেমে সিস্টেমে পদ্ধতিতে আপনার দরখাস্ত দাখিল করুন।
- আপনার বর্তমান ও নতুন নিয়োগকর্তার মধ্যে সম্মত সমঝোতার ভিত্তিতে আপনার নতুন নিয়োগকর্তা আপনার বর্তমান নিয়োগকর্তাকে নিয়োগ ফি'র একটি অংশ এবং বিমানের একটি টিকেটের দাম ক্ষতিপুরণ হিসেবে প্রদান করবে। এই ক্ষতিপূরণের পরিমান অবশ্যই আপনার দুই মাসের মূল বেতনের বেশী হবে না।
- আপনার চাকুরী পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন হওয়ার পর মন্ত্রণালয় থেকে আপনার চাকুরী পরিবর্তন নিশ্চিত করে ও নোটিশ পিরিয়ড জানিয়ে আপনাকে এসএমএস পাঠানো হবে। এসএমএসে আপনার নোটিশ পিরিয়ড শেষ হওয়ার তারিখ সম্পর্কেও জানানো হবে। আপনার নতুন নিয়োগকর্তার সাথে অন্য কোন ধরনের চুক্তিতে সম্মত না হলে, আপনাকে শেষদিন পর্যন্ত আপনার বর্তমান নিয়োগকর্তার অধীনে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের ইলেক্ট্রনিক নোটিফিকেশন সিস্টেমে দাখিলকৃত আমার দরখাস্তের অবস্থা আমি কীভাবে যাচাই করতে পারি?

শ্রম মন্ত্রণালয়ের ইলেক্ট্রনিক নোটিফিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করে আপনার চাকুরী পরিবর্তনের আবেদন দাখিল করার পর আপনি নীচের লিংকের মাধ্যমে আপনার আবেদনের অবস্থা যাচাই করতে পারেন। http://ecai.adlsa.gov.qa/
লগইন করার জন্য আপনাকে আপনার কাতারি আইডি ও আবেদন দাখিলের পর মন্ত্রনালয়ের ইলেক্ট্রনিক নোটিফিকেশনে তৈরী ইসি নাম্বার প্রদান করতে হবে।

আমি যদি আমার বর্তমান নিয়োগ কর্তার সাথে নোটিশ পিরিয়ড পর্যন্ত কাজ না করি তাহলে কী হবে?

আপনি যদি নোটিশ পিরিয়ড শেষ হওয়ার আগেই কাজ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে নোটিশ পিরিয়ডের যে কয়দিন আপনি কাজ করবেন না, সে কয়দিনের জন্য আপনার বর্তমান নিয়োগকর্তাকে টাকা দিতে হবে।

টাকার পরিমানটা হিসাব করা হবে নোটিশ পিরিয়ডের অবশিষ্ট সময়ে আপনার মূল বেতনের আনুপাতিক হারের সমপরিমান হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি আপনার নোটিশ পিরিয়ড শেষ হওয়ার দুই সপ্তাহ আগে কাজ বন্ধ করতে চান এবং মাসে আপনার মূল বেতন হয় ১,৫০০ কাতারি রিয়াল তাহলে আপনার চুক্তি বৈধভাবে বাতিল করতে আপনার নিয়োগকর্তাকে আপনার পক্ষ থেকে ৭৫০ কাতারি রিয়াল পরিশোধ করতে হবে।

আমি কি আমার বর্তমান নিয়োগকর্তার সাথে নোটিশ পিরিয়ড সম্পন্ন না করার ব্যাপারে একমত হতে পারি?

হ্যাঁ, আপনি ও আপনার বর্তমান নিয়োগকর্তা নোটিশ পিরিয়ড শেষ না করার ব্যাপারে একমত হতে পারেন। সেক্ষেত্রে চাকুরী পরিবর্তনের জন্য করা দরখাস্তের সাথে আপনি ও আপনার বর্তমান নিয়োগকর্তার স্বাক্ষর সম্বলিত একটি চিঠি সংযুক্ত করতে পারেন। স্বাক্ষর সম্বলিত এই চিঠিতে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকতে হবে যে, আপনি এবং আপনার নিয়োগকর্তা সংশ্লিষ্ট আইনে উল্লেখিত নোটিশ পিরিয়ড পালন না করার ব্যাপারে পারস্পারিকভাবে সম্মত হয়েছেন। শ্রম মন্ত্রণালয় নোটিশ পিরিয়ড নির্ধারণ করার সময় পারস্পরিক সম্মতির বিষয়টি বিবেচনা করবে।

নিয়োগকর্তা পরিবর্তন করতে আমাকে কি নতুন নিয়োগকর্তাকে কোন প্রশাসনিক খরচ বা ফি দিতে হবে?

না, শ্রমিকদের জন্য নিয়োগকর্তা পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে। উপরন্তু, নতুন কাতারি আইডি কার্ডের জন্যও আপনাকে কোন অর্থ প্রদান করতে হবে না।

চাকুরী পরিবর্তনের জন্য দরখাস্ত দাখিল করার পর আমার বর্তমান নিয়োগকর্তা কি আমার কাতারি আইডি বাতিল করতে পারেন?

আপনি যদি শ্রম মন্ত্রণালয়ের ইলেক্ট্রনিক নোটিফিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে একবার চাকুরী পরিবর্তনের দরখাস্ত দাখিল করেন, তাহলে আপনার বর্তমান নিয়োগকর্তা আর আপনার কাতার আইডি বাতিল অথবা আপনার বিরুদ্ধে পলায়নের কোন মিথ্যা মামলা দায়ের করতে পারবেন না।

আমার বর্তমান নিয়োগকর্তা যদি আমার চাকুরী পরিবর্তনের দরখাস্ত দাখিলের আগেই আমার কাতার আইডি বাতিল করে দেন তাহলে আমি কী করতে পারি?

আপনার দরখাস্ত দাখিলের আগেই যদি আপনার বর্তমান নিয়োগকর্তা আপনার কাতার আইডি বাতিল করে দেন, তাহলে প্রথমে আপনাকে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ইউনিফাইড প্লাটফরম ফর কমপ্লেইন এন্ড হুইসেলব্লোয়ার এর মাধ্যমে অথবা শ্রম মন্ত্রণালয়ে গিয়ে একটি অভিযোগ দাখিল করতে হবে। মন্ত্রণালয়ে আপনার অভিযোগ পর্যালোচনার পর, শ্রম সম্পর্ক বিভাগের প্রধান বরাবর আপনার কাতার আইডি পুনরায় চালু করার অনুরোধ জানিয়ে আরবীতে লিখিত একটি চিঠি পাঠাতে হবে। চিঠিতে অবশ্যই আপনি কেন আপনার কাতার আইডি পুনরায় চালুর অনুরোধ করছেন তার একটি ব্যাখ্যা দিতে হবে। চিঠিতে অবশ্যই আপনার কাতার আইডি ও মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করবেন। স্বাক্ষর সম্বলিত চিঠি ছাড়াও আপনাকে কাতার আইডির একটি কপি, আপনার আইডি বাতিল করে পাঠানো এসএমএস-এর কপি এবং নতুন চাকুরীর অফার লেটারের একটি কপি দাখিল করতে হবে।আপনার নিজের কাছে এসব ডকুমেন্টের কপি সংরক্ষণ করে রাখবেন।

আপনার কাতার আইডি পুনরায় চালুর জন্য শ্রম মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করবে। মেটরাসের মাধ্যমে আপনি আপনার কাতার আইডির অবস্থা যাচাই করতে পারেন।

আপনার কাতার আইডি পুনরায় চালু হওয়ার পর আপনি শ্রম মন্ত্রণালয়ের ইলেক্ট্রনিক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আপনার চাকুরী পরিবর্তনের জন্য আবেদন করতে পারেন।

আমি কি আমার চাকুরী পরিবর্তন দরখাস্ত বাতিল করতে পারি?

আপনি যদি শ্রম মন্ত্রণালয়ের ইলেক্ট্রনিক নোটিফিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে চাকুরী পরিবর্তনের দরখাস্ত দাখিল করে থাকেন এবং আপনার দরখাস্ত যদি এখনও বিবেচনাধীন থাকে, তাহলে আপনি একইভাবে সেটা বাতিল করতে পারেন। আপনার কাতার আইডি ও ফোন নাম্বার দিয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ইলেক্ট্রনিক নোটিফিকেশন সিস্টেমে লগইন করুন।

মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর এবং নতুন চাকুরীতে যোগদানের আগে আপনি যদি আপনার চাকুরী পরিবর্তনের দরখাস্ত বাতিল করতে চান, তাহলে আপনাকে শ্রম মন্ত্রণালয়ে একটি লিখিত অনুরোধ দাখিল করতে হবে। দরখাস্ত বাতিলের অনুরোধ জানিয়ে আপনার স্বাক্ষর সম্বলিত আরবীতে লিখিত একটি চিঠি শ্রম সম্পর্ক বিভাগের প্রধান বরাবর প্রেরণ করতে হবে। চিঠিতে আপনার ইসি নাম্বার, কাতার আইডি ও ফোন নাম্বারসহ আপনি কেন দরখাস্ত বাতিল করতে চান তার একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে।

আমি যদি নিয়োগকর্তা পরিবর্তন করি তাহলে আমি কি চাকুরী শেষের সুবিধা পেতে পারি?

আপনি যদি আপনার চাকুরীর মেয়াদ কমপক্ষে এক বছর পূরণ করে থাকেন এবং আপনার নিয়োগকর্তা পরিবর্তন করতে চান, তাহলে আপনার চাকুরীর চুক্তিপত্রে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী আপনি অর্জিত ছুটিসহ চাকুরী শেষের সকল সুবিধা পেতে পারেন।

যদি আমাকে মজুরি না দেওয়া হয়, তাহলেও কি চাকুরী পরিবর্তনের পূর্বে নোটিশ দিতে হবে?

আপনার বর্তমান নিয়োগকর্তা যদি তার আইনগত বাধ্যবাধকতা (মজুরি না দেয়া সহ) পূরণ না করে থাকেন, তাহলে আপনি শ্রম আইনের সংশোধিত ৫১ ধারা অনুযায়ী কোন নোটিশ প্রদান ছাড়াই চাকুরী পরিবর্তন করতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনাকে শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রম সম্পর্ক বিভাগে একটি অভিযোগ দায়ের করা উচিত। এটা আপনি মন্ত্রণালয়ের ইউনিফাইড প্লাটফরম ফর কমপ্লেইন এন্ড হুইসেল ব্লোয়ারের মাধ্যমেও করতে পারেন।

মনে রাখবেন আপনার বকেয়া মজুরি, কাজ পরিসমাপ্তির গ্রাচুইটি (এক বছর কাজ করার পর) এবং যে কোন বার্ষিক পাওনা ছুটির বিপরীতে আনুপাতিক হারে সুবিধা পাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আপনার রয়েছে। আপনি যদি কাতার ছেড়ে চলে যেতে চান, তাহলে আপনার নিয়োগকর্তা আপনার দেশে ফেরার বিমান টিকেটের খরচ বহন করবে।

আমি কি কাতার ছেড়ে যেতে পারি এবং নতুন চাকুরী শুরু করার জন্য আবার ফিরে আসতে পারি?

আপনি যদি কোন নোটিশ না দিয়ে অথবা নোটিশ পিরিয়ড শেষ না করে কাতার ত্যাগ করেন, তাহলে আপনি এক বছরের মধ্যে তারে আর কাজের জন্য ফিরে আসতে পারবেন না। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য আপনার উচিত নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা।

আপনি যদি শিক্ষনবিশকালে কাতার ত্যাগ করতে চান :

- আপনার উচিত শ্রম মন্ত্রণালয়ের ইলেক্ট্রনিক নোটিফিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে আপনার নিয়োগকর্তাকে জানানো। আপনার নিয়োগকর্তার সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে নোটিশ পিরিয়ড নির্ধারিত হবে তবে দুই মাসের বেশী হওয়া উচিত নয়।
- আপনি যদি নোটিশ পিরিয়ড শেষ না করেই কাতার ত্যাগ করতে চান, তাহলে নোটিশ পিরিয়ডের অবশিষ্ট অংশের জন্য আপনার উচিত নিয়োগকর্তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া। তবে এই ক্ষতিপূরণ আপনার দুই মাসের মুল বেতনের বেশী হবে না।

আপনি যদি শিক্ষানবিশকাল শেষ করার পর কাতার ত্যাগ করতে চান:

- আপনি যদি নিয়োগকর্তার সাথে দুই বছর বা তার কম সময় কাজ করে থাকেন তাহলে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ইলেক্ট্রনিক নোটিফিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে চুক্তি বাতিলের এক মাস আগে নিয়োগকর্তাকে জানাতে হবে।
- আপনি যদি দুই বছরের বেশী কাজ করে থাকেন তাহলে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ইলেক্ট্রনিক নোটিফিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে চুক্তি বাতিলের দুই মাস পূর্বে আপনার নিয়োগকর্তাকে জানাতে হবে।
- আপনি যদি উপরে উল্লেখিত নোটিশ পিরিয়ড পূরণ করার আগেই কাতার ত্যাগ করতে চান, তাহলে আপনার মূল বেতনের ভিত্তিতে আপনার অবশিষ্ট নোটিশ পিরিয়ডের জন্য নিয়োগকর্তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আমার নিয়োগকর্তা কি আমার চাকুরীর চুক্তিপত্র বাতিল করতে পারে?

হ্যাঁ, আপনার নিয়োগকর্তাও আপনার চাকুরীর চুক্তিপত্র বাতিল করতে পারে।

1. আপনার শিক্ষানবিশকালে আপনার নিয়োগকর্তা যদি দেখেন যে আপনার চুক্তিপত্রে বর্ণিত দায়িত্ব পালনে আপনি অক্ষম, তাহলে আপনার চুক্তিপত্র বাতিল করতে পারেন, তবে বাতিলের অন্তত একমাস আগে মন্ত্রণালয়ের ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে আপনাকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে।

   চাকুরীর চুক্তি বাতিলের পর আপনি যদি আপনার নিজ দেশে ফিরে যেতে চান, তাহলে ফিরতি বিমান টিকেটসহ সব খরচ নিয়োগকর্তাকে বহন করতে হবে।

1. শিক্ষানবিশ পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর যদি আপনার নিয়োগকর্তা আপনার চুক্তি বাতিল করতে চায়, তাহলে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে আপনাকে অবহিত করতে হবে।
   - আপনি যদি দুই বছর বা তার কম সময় কাজ করে থাকেন, তাহলে নোটিশ পিরিয়ড হবে এক মাস।
   - যদি আপনি এই মালিকের অধীনে দুই বছরের বেশী সময় কাজ করে থাকেন, তাহলে নোটিশ পিরিয়ড হবে দুই মাস।

নোটিশ পিরিয়ডে আপনি এবং আপনার নিয়োগকর্তা উভয়কেই চাকুরীর চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মেনে চলতে হবে।

আমার নিয়োগকর্তা কি নোটিশ পিরিয়ড শেষ হওয়ার আগে আমার চাকুরীর চুক্তিপত্র বাতিল করতে পারে?

আপনার নিয়োগকর্তা যদি নোটিশ পিরিয়ড শেষ হওয়ার আগে আপনার সাথে করা চুক্তি বাতিল করেন, তাহলে তাকে নোটিশ পিরিয়ডের অথবা নোটিশ পিরিয়ডের অবশিষ্ট দিনগুলোর জন্য আপনাকে আপনার মূল বেতনের সমপরিমান ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ: আপনার মূল বেতন যদি হয় মাসে ১৫০০ কাতারি রিয়াল, আর আপনার নিয়োগকর্তা যদি আপনার এক মাসের নোটিশ পিরিয়ড শেষ হওয়ার দুই সপ্তাহ আগে আপনাকে কাজ বন্ধ করতে বলেন, তাহলে বৈধভাবে আপনার চুক্তিপত্র বাতিল করার জন্য সে আপনাকে ৭৫০ কাতারি রিয়াল জরিমানা হিসেবে দিবে।

চাকুরীর চুক্তিপত্র বাতিল করা হলে আমার নিয়োগকর্তাকে কি আমার দেশে ফেরার বিমানটিকেটের খরচ বহন করতে হবে?

আপনার চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহের মধ্যে আপনার নিয়োগকর্তাকে আপনার নিজ দেশে ফেরার বিমান টিকেটসহ আপনার দেশে ফেরার সমস্ত প্রক্রিয়ার খরচ বহন করতে হবে। আপনি যদি দেশে না ফিরে অন্য নিয়োগকর্তার অধীনে কাজ শুরু করেন, তাহলে আপনার দেশে ফেরার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দায়িত্ব বর্তাবে আপনার নতুন নিয়োগকর্তার উপর।

নোটিশ পিরিয়ড শেষ করে আপনি যদি কাতার ত্যাগের উদ্দেশ্যে চুক্তিপত্র বাতিল করেন, সেক্ষেত্রে (শ্রম আইনের সংশোধিত ৫১ ধারার সুযোগের বাইরে) আপনার নিয়োগকর্তা আপনার দেশে ফেরার খরচের মাত্র একটা অংশ বহন করবেন। সেটা নির্ধারিত হবে আপনি চুক্তির সম্পূর্ণ মেয়াদের কতটা সময়কাল পূরণ করেছেন তার উপর ভিত্তি করে। উদাহরণ স্বরূপ: আপনি যদি দুই বছর মেয়াদের চুক্তিপত্র এক বছর কাজ করার পর বাতিল করেন, তাহলে আপনার নিয়োগকর্তা আপনার দেশে ফেরার মোট খরচের অর্ধেক বহন করবে।

বিশেষ আইনের অধীনে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য

গৃহকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের চাকুরী বাতিল এবং পরিবর্তনের নিয়ম কী?

গৃহকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ২০০৪ সালের ১৪ নং শ্রম আইনে বর্ণিত বেসরকারী খাতের কর্মীদের মতই চুক্তি বাতিল ও চাকুরী পরিবর্তনের নিয়ম প্রজোয্য হবে। এই নিয়মকে প্রতিফলিত করে গৃহকর্মীদের জন্য একটি উন্নতমানের নিয়োগ চুক্তি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে গৃহকর্মীদের শিক্ষানবিশ পিরিয়ড তিন মাসের বেশী হতে পারবে না। তাছাড়া এক মালিকের অধীনে একজন গৃহকর্মীর একবারই মাত্র শিক্ষানবিশি কাল অতিবাহিত হবে।

কোন গৃহকর্মী যদি ২০১৭ সালের ১৫ নং গৃহকর্মী আইনের ১১ ও ১৬ ধারায় বর্ণিত এবং চুক্তিপত্রে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে নিয়োগকর্তা একতরফাভাবে নোটিশ ছাড়া এবং সেই বছরের সেবা গ্রাচুইটি না দিয়ে গৃহকর্মীর চুক্তি বাতিল করতে পারেন।

তাছাড়া, ২০১৭ সালের ১৫ নং গৃহকর্মী আইনের ১৭ ধারা অনুযায়ী ক্ষেত্রে, গৃহকর্মী চুক্তির মেয়াদের মধ্যে যে কোন সময় একতরফাভাবে কোন নোটিশ ছাড়া চুক্তি বাতিল করতে পারে। সেক্ষেত্রে তার কাজ শেষের সেবা গ্রাচুইটি, বার্ষিক প্রাপ্য ছুটির বিপরীতে সুবিধা ও তার দেশে ফেরার বিমান টিকেট পাওয়ার অধিকারও বহাল থাকবে।

কৃষি ও চারণ শ্রমিক এবং জেলেদের চুক্তি বাতিল ও চাকুরী পরিবর্তনের নিয়ম কী?

কৃষি, জেলে ও চারণ শ্রমিকদের চাকুরী পরিবর্তন ও চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে ২০০৪ সালের ১৪ নং শ্রম আইনের অধীনে বেসরকারী খাতের কর্মীদের মত একই নিয়ম
প্রযোজ্য ।

আপনার যদি আরো বিস্তারিত তথ্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে কাউন্সিল অব মিনিষ্টারস এর ২০১২ সালের ১৭ নং রেজুলিউশন দেখুন। সেখানে কৃষি ও চারণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ২০০৪ সালের ১৪ নং শ্রম আইন কীভাবে প্রযোজ্য হয় সেটার উল্লেখ রয়েছে।

আমার বর্তমান নিয়োগকারী যদি আমাকে অন্য মালিকের কাজে যোগ দিতে বাধা দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার আরো তথ্যের প্রয়োজন হলে আমি কী করব?

আপনার যদি মনে হয় যে, আপনার বর্তমান মালিক অন্যায়ভাবে আপনাকে চাকুরী পরিবর্তন করতে দিচ্ছে না অথবা আপনার যদি আরো তথ্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রম সম্পর্ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করুন, হট লাইন (**40288101**), email (info@mol.gov.qa), অথবা আমাদের অফিসে আসুন। এছাড়া আপনি মন্ত্রণালয়ের ইউনিফাইড প্লাটফরম ফর কমপ্লেইন এন্ড হুইসেল ব্লোয়ার্স ব্যবহার করেও মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।